তদন্দ চলছে

গৌর দাস

কথা হচ্ছিল বিধাননগর থানায় ওসি বিমান হাজরার সঙ্গে তারই জুনিয়ার সুশান্ত ভৌমিকের নানান রকম কথার মাঝে হঠাৎ চন্দ্রনাথের কেসটার কোন সূত্র পাওয়া গেল?"—''কোন চন্দ্রনাথ?"—''ঐ যে স্যার বাসের মধ্যে ইভটিজিংয়ের কেসটা— চন্দ্রনাথ আর জয়দেব সান্যাল নামে যে দুটো ছেলেকে বাসের মধ্যে দুস্কৃতিরা মেরেছিল, ঐ যারা একটা মেয়েকে নানান কটুক্তি করায় মেয়েটা কেঁদে ফেলেছিল— আর ঐ দুটো ছেলে প্রতিবাদ করেছিল বলে ওদের প্রচণ্ড মারধোর করে বাস থেকে ফেলে দিয়েছিল।" —''ও ঐ ছেলে দুটোর কথা বলছ।" —''হ্যা স্যার।' —কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বিমল হাজরা। তারপর কি যেন ভেবে বললেন— ''আচ্ছা সুশান্ত তুমি বলতে পার এমন একটা ঘটনা ঘটল আর একটা কেউ সাক্ষী রইল না। এমন কি যে বাসের মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে বলে দাবি করছে ছেলে দুটো সেই বাসের ড্রাইভার কন্ডাকটর এমন কি ঐ রুটের অন্য বাসের চালক পরিচালক সকলকেই এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল কিন্তু কেউই স্বীকার করেনি এমন কি ঐ বাসের কিছু যাত্রীও এ ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারাও কিছু সদূত্তর দিতে পারেনি— সবচেয়ে আশ্চর্য কি যেন এক্ষেত্রেও সেই বাপি সেনের কেসটার মত মেয়েটার কোন হদিশ নেই। যাকে নিয়ে এত ঘটনা তার কোন অস্তিত্ব নেই। তাহলে তুমি কি করে প্রমাণ করবে সুশান্ত কেসটা সঠিক না বেঠিক। আরে বাবা থানায় এসে কেউ যদি কোন অভিযোগ করে তবে পুলিশের কাজ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখা। তারপর তার সত্যাসত্য বিচার করা। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন কেসটা কিভাবে সাজাব— যার নামে কেস করেছে তার অস্তিত্বই যদি না কেউ জানল তবে কিভাবে সলভ্ করব? অথচ মিডিয়া এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যাপক প্রচার করেছে। এখন জনগণের কাছে কি কৈফিয়ত দেবে পুলিশ? সুতরাং এটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তবে সংশয় থেকে যাচ্ছে।" —সুশান্ত বলল— ''কিন্তু স্যার ছেলে দুটো মার খেয়ে গুরুতর জখম হয়ে হসপিটালাইজড হয়েছে। এটাকে আপনি কি বলবেন? কেউ যদি ইচ্ছা করে নিজেকে প্রচার করার জন্য এভাবে আঘাত করে জখম হয়!" —''না না, আমি সেটা বলছি না— তবে এব্যাপারে আরও তদন্তের প্রয়োজন।" —''আপনি নাকি স্যার ছেলে দুটোর মোবাইল থেকে নাম্বার নিয়ে ওরই বন্ধুবান্ধবকে ফোন করে বিরক্ত করেছেন। কাগজে বেরিয়েছিল।" —''এ ব্যাপারে কি বলব বল। পুলিশ যা করে সবই ত্রুটিপূর্ণ এটাই প্রমাণ করতে চায়। ঐসব সর্বাধিক প্রচারিত কাগজগুলো...কিন্তু একটা কেসের তদন্ত করতে গেলে এসবের তো প্রয়োজন আছেই। এর জন্য কেউ কেউ বিরক্ত হতেই পারে। কিন্তু তদন্তের কাজে আমরা তো কিছুটা এগিয়ে গেলাম। ছেলেদুটোর সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। ওরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, কি ধরনের বন্ধুবান্ধব ওদের। ওদের আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী কেমন এসব তো জানতেই হবে। না হলে তদন্ত এগুবে কি করে? কিন্তু কি জান সুশান্ত দেখলাম ওরা যাদের সঙ্গে মেশে ওদের পরিবেশ খুবই সাধারণ খোলামেলা সেখান থেকে দুটো ছেলে এভাবে পুলিশের সঙ্গে ছলচাতুরি করবে না তাই কেসটা নিয়ে ভাবতে হবেই।"—''কিন্তু পুলিশ যত দেরি করছে মিডিয়া তত বেশি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।" —এবার উত্তেজিত হয় ওসি বিমল হাজরা। রেগে বলে— ''ঐ কাগজগুলো মুখরোচক খবর দেবার জন্য রোজ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন গল্প তৈরি করে। কই দিল্লিতে তো রোজই এমন ঘটনা হচ্ছে— দিনেদুপুরে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে রেপ করছে এ ব্যাপারে মুম্বাই, চেন্নাই, পাটনা, ভুবনেশ্বর কোন জায়গা কম আছে বলোতো। তবুও তো আমরা এই সব বন্ধ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। ধরা পড়লে কঠোর সাজা দিই। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় শুধুমাত্র ইনফ্লুয়েন্সের জোরে সব বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে। এতে অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে চলেছে। কিন্তু তবুও এখানে এমন কোন ঘটনা ঘটলেই গেল গেল রব তোলে। কিন্তু দেখো কলকাতার এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টই কত কেস সলভ্ করছে। আজকাল অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু ধরা পড়ে শাস্তিও তো হচ্ছে কম নয়।" —সুশান্ত বলল— ''থাক স্যার আসল কথায় আসা যাক। এই ছেলে দুটোর কেস এখন কোন পর্যায়? এ ব্যাপারে কি কোন ক্লু পেয়েছেন? তেমন কোন ক্লু না পেলেও বলব তদন্ত এগোচ্ছে।" —''আশা করি দু-চার দিনের মধ্যে একটা কিছু হতে পারে।" হঠাৎ ফোনে রিং হল— ফোনটা তুলে ওসি বললেন —''হ্যালো— আমি বিধাননগর থানার ওসি বলছি।" ওপার থেকে একটা মেয়ের গলা শোনা গেল— ''আমি অনিতা দত্ত।" বিস্ময় প্রকাশ করে ওসি বলেন— ''কোন অনিতা?"—এবার কণ্ঠস্বর কিছুটা থেমে থেমে বলল— ''স্যার সেদিন বাসের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা আসলে আমাকে নিয়েই হয়েছিল।" কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটা বলল— ''স্যার আমি যা বলছি সত্যিই বলছি— প্রয়োজনে আমি থানায় গিয়েও সব কথা বলব। এতদিন আমি কোন কথা বলিনি বা বলতে পারিনি শুধুমাত্র ভয়ে। ওরা আমাকে সবসময় গার্ড দিচ্ছে। আমার বাবা মাকে শাসাচ্ছে। আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এমন অবস্থায় আমি ভীষণ কষ্টে আছি। যে ছেলেদুটি আমার জন্য মার খেলো আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে তাদের সঙ্গে একটিবার দেখা করি। আমার জন্য ওদের এমন কষ্ট পেতে হল এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব।" —''না না ক্ষমার কি আছে, তুমি তো জেনে অন্যায় করোনি — যারা করেছে তাদের শাস্তি দেবার জন্য তুমি যদি সাহায্য কর দেখবে তোমার সব ভয় ভেঙে যাবে। তুমি আমার সাথে থানায় দেখা কর। আমায় সাহায্য কর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।" —''কিন্তু স্যার কাগজে টিভিতে আমি না - দেখা দেবার জন্য নানান মন্তব্য করে চলেছে, বিশ্বাস করুন স্যার আমি প্রথম থেকেই যোগাযোগ করতে চেয়েছি কিন্তু এরা যে ভাবে আমার পিছু নিয়ে আছে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। আমি এতদিন পারিনি, আজ কলেজে এসে একটু সুযোগ পেয়ে আপনাকে বুথ থেকে ফোন করছি।" —''কিন্তু তুমিই যে সেই মেয়ে জানব কি করে?" —''সব জানাবো স্যার।" —''কিন্তু তুমি কোথায় থাকো?"— ''বলছি তো স্যার আমি আপনাকে সব জানাবো..." —ফোনের লাইন কেটে গেল। কিছুটা উচ্ছ্বসিত হলেও কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল ওসির। হাতের নাগালে পেয়েও যদি প্রমাণের অভাবে কেসটা হাতছাড়া হয়! সুশান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল— ''সেই মেয়েটা ফোন করেছিল, যাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম?... তাহলে তো ভালই হল।" — ''কিন্তু এতকিছু বলার পর মেয়েটা যদি না আসে বা যাদের কথা বলছে তারা যদি জানতে পেরে ওর উপর অত্যাচার করে?... দুশ্চিন্তায় রইলাম বুজেছো— কিন্তু আমরাও ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেব না। এই দেখো মেয়েটা যেখান থেকে ফোন করছিল সেই বুথের নাম্বারটা টেক করেছি। এইখান দিয়েই এগুবো।" —''কিন্তু স্যার ব্যাপারটা যদি একটা ফলস্ কেস হয়?"— ''দেখো সুশান্ত মেয়েটা যখন তার নির্যাতিত হবার ঘটনা বলছে তখন দেখাই যাক না এগিয়ে —সত্য মিথ্যা যাই হোক বোঝা যাবে। তাছাড়া সে মিথ্যে বলবে কেন? লাভ কি? পুলিশের জেরার কাছে মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবে?" তারপর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ওসি কি যেন ভাবছিল। হটাৎ বলল— ''ব্যাপারটা কি জানো সুশান্ত, তুমি যেটা ভাবছ সেটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা আমি বলব না— কারণ এমন ঘটনা অনেক ঘটে— আসলে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়িয়েছে যে অপরাধ করাটাই এখন স্বাভাবিক ঘটনা। না - করাটাই অস্বাভাবিক। তুমি হয়তো কাগজে পড়ে থাকবে কোন ট্যাক্সিচালক, কোন অটোওয়ালা বা কোন অপেক্ষাকৃত গরীব মানুষ হঠাৎ গাড়ির মধ্যে যাত্রীর ফেলে যাওয়া অর্থসামগ্রী বা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া কোন টাকাকড়ি থানায় জমা দিলে পরদিন ফলাও করে তার নাম ছিব প্রকাশ পায়। এর থেকে তোমার কি মনে হয়— ঐ গরীব ব্যক্তি একটা সৎ কাজ করেছে! এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনা হল সৎ কাজ না-করা। যদি সকলেই এমন কাজ করত অন্যের কোন কিছু কুড়িয়ে পেয়ে ফেরৎ দিত তবে অন্তত এভাবে কাগজে নাম ও ছবি বের হত না। —এরর থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের সামাজিক অবস্থান কোথায়! এমন ঝুড়িঝুড়ি অপরাধ নিত্য ঘটে থাকবে। এর কোন প্রতিবিধান নেই।"